



## 68818 - ইস্তহোয়াগ্রস্তু নারীর অবস্থাসমূহ

### প্রশ্ন

যদি নারীর (জরায়ু থেকে) অনেকে বেশি রক্তপাত হয় তথা সবে ইস্তহোয়াগ্রস্তু হয় তাহলে কীভাবে নামায পড়বে?

### প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

ইস্তহোয়াগ্রস্তু নারীর তিন অবস্থা:

প্রথম অবস্থা:

ইস্তহোয়ায় আক্রান্ত হওয়ার পূর্বে তার হায়েযে নরিদম্টি অভ্যাস থাকা। এক্ষেত্রে তনি তার পূর্বজ্জ্জাত হায়েযে সময়সীমাকে ধর্তব্য ধরবেন। এ সময়সীমাতে তনি নামায-রযো থেকে বরিত থাকবেন। এ দিনগুলোর ক্ষেত্রে হায়েযে বধিান সাব্যস্ত হবে। আর এর অতিরিক্ত দিনগুলো ইস্তহোয়ার দিন। এ দিনগুলোর ক্ষেত্রে ইস্তহোয়াগ্রস্তু নারীর হুকুম কার্যকর হবে।

এর উদাহরণ হলো: কোনও নারীর প্রতি মাসে শুরুতে ছয়দিন হায়েযে হত। তারপর হঠাৎ ইস্তহোয়া হয়ে অনবরত রক্তপাত হতে লাগল। এক্ষেত্রে তার হায়েযে হবে প্রত্যকে মাসে প্রথম ছয়দিন। আর বাকি দিনগুলো ইস্তহোয়া। কারণ আয়শো রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন: ফাতমো বনিতো আবু হুবাইশ বলেন, “হে আল্লাহর রাসূল! আমি ইস্তহোয়াগ্রস্তু হই। তারপর আর পবতির হই না। আমি কি নামায ছড়ে দবি?” তনি বলেন: সটে শিরা (থেকে রক্তক্ষরণ)। কিন্তু তোমার যতদিন হায়েযে হত ততদিন তুমি নামায ত্যাগ করবে। এরপর গোসল করবে এবং নামায পড়বে।”[হাদীসটি ইমাম বুখারী বর্ণনা করছেন]। আর সহীহ মুসলমি আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মে হাবীবাকে বলেন: “পূর্বে তোমার হায়েযে যত দিন তোমাকে বরিত রাখত সবে ততদিন তুমি বরিত নবি। অতঃপর গোসল করবে এবং নামায পড়বে।”

পূর্বোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে যে ইস্তহোয়াগ্রস্তু নারীর হায়েযে নরিধারতি সময় আছে সবে হায়েযে সময়টুকু হায়েযে হিসেবে পালন করবে। তারপর গোসল করে নামায পড়বে এবং রক্তপাতের দিকে ভ্রুক্ষেপে করবে না।

দ্বিতীয় অবস্থা:



ইস্‌তহোযাগ্‌রস্‌ত হওয়ার আগে তার হায়যেরে নরিধারতি সময় না থাকা। অর্থাৎ প্রথমবার রক্ত দেখোর পর থেকেই তার ইস্‌তহোযা চলমান হওয়া। এক্ষেত্রে সে রক্তেরে ধরন আলাদা করবে। কালো রং কথিবা ঘনত্ব কথিবা দুর্গন্ধ য়ে রক্তে থাকবে সটো হায়যেরে রক্ত। সটোর ক্ষেত্রে হায়যেরে হুকুম প্রযোজ্য হবে। আর য়ে রক্ত এমন নয় সটো ইস্‌তহোযার রক্ত। সটোর ক্ষেত্রে ইস্‌তহোযার হুকুম প্রযোজ্য হবে।

উদাহরণস্বরূপ: কোনো নারী প্রথমবার রক্ত দেখেল এবং এ রক্ত চলমান থাকল। কিন্তু দশদনি দেখেল রক্ত কালো; আর মাসরে বাকি সময় দেখেল লাল রক্ত। কথিবা দশদনি দেখেল ঘন রক্ত; আর বাকি সময় দেখেল পাতলা রক্ত। কথিবা দশদনি হায়যেরে দুর্গন্ধ পলে; আর মাসরে বাকি দিনগুলো দুর্গন্ধ পলে না। সুতরাং প্রথম উদাহরণে কালো রক্ত তার হায়যে। দ্বিতীয় উদাহরণে ঘন রক্ত তার হায়যে। আর তৃতীয় উদাহরণে দুর্গন্ধযুক্ত রক্ত তার হায়যে। এর বাহিরে সব ইস্‌তহোযা। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতমো বনিতো আবী হুবাইশকে বলনে, “যদি হায়যেরে রক্ত হয় সটো কালো; যা চনো যায়। যদি সে রকম হয় তাহলে নামায থেকে বরিত থাকবে। আর যদি অন্যরকম রক্ত হয় তাহলে ওযু করে নামায আদায় করবে। কারণ সটো শরিা (থেকে রক্তক্ষরণ)।” [হাদীসটি আবু দাউদ ও নাসাঈ বর্ণনা করছেন। ইবনে হিব্বান ও হাকমি হাদীসটিকে সহীহ বলছেন। যদিও হাদীসটির সনদ ও মতন নিয়ে আপত্তি আছে তদুপর আলমেসমাজ এর উপর আমল করছেন। অধিকাংশ নারীর অভ্যাসের উপর ছড়ে দেওয়ার চাইতে এর ওপর আমল করা উত্তম।]

তৃতীয় অবস্থা:

যার নরিদ্ষিট অভ্যাস নহে। আবার হায়যেকে ইস্‌তহোযা থেকে পৃথক করার বিশেষে আলামতও নহে। অর্থাৎ প্রথম রক্ত দেখোর পর থেকে সবসময় রক্ত এক রকম থাকে কথিবা নানান রকম থাকে যটো হায়যে হতে পারে না। এ ধরণে নারী অধিকাংশ নারীদের অভ্যাস অনুযায়ী আমল করবে। সুতরাং তার হায়যে হবে প্রতিমাসে ছয় দনি বা সাত দনি। প্রথম যখন রক্ত দেখবে তখন থেকে সময় শুরু হবে। আর বাকি দিনগুলো ইস্‌তহোযা।

উদাহরণস্বরূপ: মাসরে পঞ্চম দনি তনি রক্ত দেখলেনে। এরপর রক্তপাত চলতে থাকল। কোনোভাবে সটোকে হায়যে হিসেবে চহিণতি করা গলে না। না রঙেরে মাধ্যমে, আর না অন্য কোনো মাধ্যমে। অতএব, এমন নারীর হায়যে হবে প্রতিমাসে ছয় দনি বা সাত দনি। যার সূচনা হবে মাসরে পঞ্চম দনি থেকে। এর দলিল হামনা বনিতো জাহাশ রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণতি হাদিস; তনি বলনে: “হে আল্লাহর রাসূল! আমার খুব বেশি পরিমাণে দীর্ঘ সময় নিয়ে ইস্‌তহোযার রক্তপাত হয়। আপনি কী মনে করনে: এটি আমাকে নামায-রোযা থেকে বরিত রাখবে। তনি বললনে: আমি তোমাকে একটা সুতি কাপড় ব্যবহারেরে পদ্ধতি বললে দিচ্ছি। তুমি কাপড়টিকে গুপ্তাঙগরে ওপর রাখবে। এটি রক্তক্ষরণ রোধ করবে। হামনাই বললনে: রক্ত এর চয়ে বেশি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললনে: এটি শিয়তানের লাথরি আঘাত। অতএব, তুমি ছয় অথবা সাত দনি হায়যে গণনা করবে; যা আল্লাহর জ্ঞানে আছে। তারপর গোসল করবে। যখন দেখবে তুমি পরিপূর্ণ পরচ্ছিন্ন হয়ে ও পবিত্র হয়ে তখন তইশ দনি বা চব্বিশ দনি নামায পড়বে ও রোযা রাখবে।” [হাদীসটি আহমদ, আবু দাউদ ও তরিমযী বর্ণনা করছেন। তরিমযী



হাদীসটকিে সহীহ বলছেনে । আহমদ থেকে বর্ণতি আছে যে তনিও হাদসিটকিে সহীহ বলছেনে এবং বুখারী থেকে বর্ণতি আছে যে তনি হাদীসটি হাসান বলছেনে ।]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তব্য: ‘ছয় দিন অথবা সাত দিন’ এটি পছন্দ করার এখতিয়ারের দয়ো নয়; বরং ইজতহাদ (ববিকে-ববিচেনা খাটানো)-এর জন্য । অর্থাৎ সেই নারী দেখেবনে যে, তার শারীরকি গঠন, বয়স ও আত্মীয়তার ববিচেনা থেকে কোন নারী তার কাছাকাছি এবং হায়যেরে রক্তরে বশেষ্ট্রেরে ববিচেনা ও অন্যান্য ববিচেনা থেকে কোনটি অধিকিতর নকিটবর্তী । যদি দেখে ছয়দিন নকিটবর্তী তাহলে ছয়দনিকে হায়যে গণ্য করবে । আর যদি সাতদিন নকিটবর্তী হয় তাহলে সাতদনিকে হায়যে গণ্য করবে ।[সমাপ্ত][শাইখ ইবনে উছাইমীনের “রসিলাতুন ফদি দমিয়তি তাবদ্বিয়াত লিন্নিসা”]

যে সময়েরে রক্তকে হায়যেরে রক্ত বলে সদিধান্ত দয়ো হবে সে সময়টাতে তনি হায়যেগ্রস্ত । আর যে সময়ে হায়যে শেষে হয়ছে বলে সদিধান্ত দয়ো হবে সে সময়ে তনি পবত্রি । তথা নামায পড়বনে, রযো রাখবনে এবং স্বামী তার সাথে সহবাস করতে পারবে ।